# হরিণ চিতা চিল

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# উৎসর্গ

শ্রীত্রিদিবেশ বসু

বন্ধুবরেষু—

## সূচীপত্র

## চীনা তর্জমা

# মেলা

এখানে বসবে মেলা।
জঙ্গল ও পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ওঠানামা পথে,
দূর দূর বসতির খুশি
ঝলমল রঙিন উৎসুক
জড়ো হবে ক'টি দিন এই শাল-পলাশের বনে।
মাদলে কাঁপবে রাত্রি
ধক্‌ধক্‌ উত্তেজনা পৃথিবীর গভীর বুকের।
মহুয়ার মাদকতা নিয়ে
জ্বলবে মশালে রাঙা ঘোর-লাগা কামনার চোখ।
ঊর্ধ্বে আর
ধুলোর মেঘেতে মেশা কোলাহল
শূন্য ছেয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

তারপর সব-কিছু ফুরোবার পর
সেই নির্জনতা।
পড়ে-থাকা চিহ্ন কিছু,
পোড়া কাঠ, উড়ো খড় ছাই,
এখানে-সেখানে ভাঙা কালিমাখা হাঁড়ি-কুঁড়ি সরা
ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর ঝরা পাতা
একসঙ্গে নেড়ে-চেড়ে হাওয়ার খেয়াল
বনের মাথায় ক'টা মগ্‌ডালে বার দুই নেচে

মেঘের কুচিটা দেখে হয়ত হঠাৎ
তার লোভে হবে দূর আকাশে উধাও।

এবার অনেক নীচে
থাকবে শুধু পাহাড়ী নদীর
একটানা মৃদু কুলুকুলু
থেকে-থেকে পাখিদের ডাক দিয়ে গাঁথা।

তখন সেখানে কেউ আসতেও পাবে একদিন,
—শিকারী চিতার মত, নয় শুধু শাণিত ব্যগ্রতা,
ভীরু বিহ্বলতা নয় সচকিত শশকের মত।
হয়ত সে এখানেই
অকারণে বসে' ঘুরে-ফিরে
পেয়ে যাবে আশ্চর্য উত্তর,—
নির্জন স্তব্ধতা খুঁজে
বার বার দু'দিনের দুর্বার আহ্লাদে
না ক'রে হনন,
বেড়া-দেওয়া মাপা মাঠে
কেন পোষ মানে না বসতি।

## ট্রেনের জানলা

উড়ো হরিয়াল-ঝাঁক বাবলা-বন সবুজ বিদ্যুতে
ছুঁয়ে গেল। দু'দিনের গলদঘর্ম ট্রেনের ধকল
উসুল হয় নি তাতে। তবু যেন দুরন্ত দুপুর
একটি চোরাই সুখে নীলপদ্মে করে টলমল।

সবই জানলার দেখা। তাই দিয়ে সব চাওয়া-পাওয়া,—
জীবিকা, জনন, জপ। জানলার ধারে দিন গোনা।
আরো যদি বাতায়ন থাকে, খোঁজা বুঝি পণ্ডশ্রম।
এক জানলারই মাপে গড়া চোখ কান ও চেতনা।

তবু বেগ দিয়ে যদি হতে পারি কখনো বিবাগী,
অচলেরা চমকায়। বহুদূর চক্রবালে স্থির
ধ্রুব পাহাড়েরা নড়ে। ট্রেনের কামরায় চোখোচোখি,—
মানে নেই, নেই পরিণাম, তবু মুহূর্ত মদির।

পাথুরে প্রান্তরে, নয় ফসলের ক্ষেত আগলানো,
কিম্বা কারখানার সাক্ষী, যার যার নিজের স্টেশন।
চেনা রাস্তা, চেনা বাড়ি, ঘড়ি ঠিক, কিছু ভুল চুক।
কখনো ঝলকে শুধু আচমকা অন্য অন্বেষণ।

# ছক

যা আছে ছড়িয়ে, যত্নে কুড়োই
মেলাতে উভয় প্রান্ত।
গাঁথব মোটা কি মিহি যে সুতোয়
তাই খোঁজা বিয়োগান্ত।

প্রাণ শুধু বুঝি ছোঁয়াচে রোগের ব্যাপ্তি।
জড়ে জ্বরভাব, ফের জড়ত্ব প্রাপ্তি!
ছাঁচ প্রায় এক, যতই কেন না তাপ দি।
কারিকুরি করে' আখেরে কিস্তিমাত
তাপটুকু শুধু অযাচিত উৎপাত।

ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে।
হুকুম কোথায় চালের বাইরে হেলতে!
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ
সুরে আওড়ানো নামতা।
রাজার, প্রজার, নিজের গরজে
যে যেমন দেয়, নাম তা।

একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে আসে সুপ্তি,
হাত-পা এলিয়ে সময়ের স্রোতে ডুব দি!

মাঝে মাঝে তবু স্খলিত উচ্চারণ।
আর্ষ প্রয়োগে লজ্জিত ব্যাকরণ !
অর্থ ছাড়ায় সনাতন সব ভাষ্য,
জীবন মানে না জৈব নীতির দাস্য।
ভুলে জ্বলে-ওঠা দৈব দীপ্তি, ঊর্মিল উল্লাস,
ভাঙে ভাঙে বুঝি প্রাণ-শৃঙ্খলে অন্ধ অনুপ্রাস।

সে মহাপ্রমাদ শশব্যস্ত মহাকাল শোধরায়
প্রলয়-প্লাবনে মনু নোয়া-দের নায়।

আবার ছাপানো ছক
যুগান্ত ইস্তক।

# শিকার

একটি পাখির জন্যে
কত দূর ঘুরলে শিকারী,
সবুজ আঁধারে কত !
দীর্ঘ ঘাসে উলঙ্গ অসির
সশস্ত্র প্রান্তরে যেন
পেলে অকস্মাৎ।

রক্তাক্ত সে পাখি যেন প্রথম প্রণয়।
কোমল স্পন্দন তার
ধরেও ধর নি হয় মনে।
সে যন্ত্রণা আতঙ্ক-বিহ্বল
তোমারই ত স্নায়ু-ছেঁড়া উল্লাসের স্বাদ।

আয়ু শুধু মেঘ-শোভা নয়,
নয় শুভ্র সন্তোষের ভাসা।
এখানে দাহ ও ক্ষত
দিয়ে নিয়ে তবে কোনোদিন
সত্তার নির্যাস মেলে
শল্যবিদ্ধ শোকের শিখায়।

তাই ত শিকারী, ফেরো
নিজেরই হৃদয় খুঁজে খুঁজে
আরণ্য তিমিরে আর দৃষ্টিনাশা তুষার-প্রান্তরে।
কিণাঙ্ক-কঠিন হাতে করো জ্যা-রোপণ,
তারপর প্রাণান্ত টঙ্কারে
যে শরসন্ধান কর,
একদিন স্থির লক্ষ্যভেদে
বধ্য আর ব্যাধ হয়ে
তাইতেই হত ও অমৃত।

# দাম

যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
নাগরিকা যক্ষ ও যক্ষিণী,
কঠিন শিলার গায়
স্তব্ধ লিপি  বিলুপ্ত ভাষার,
সেখানে অনেক পলি জমে আছে
গাঢ় বিস্মৃতির।
বহু শতাব্দীর বৃষ্টি রোদ
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে নশ্বর উল্লাস।

ক্লান্তপদ কোনো পর্যটক
দূর গ্রামে আতিথ্য-প্রত্যাশী
হয়ত ওখানে এসে
দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার মত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অপ্সরার।

হয়ত প্রলুব্ধ হয়ে
মৃত্তিকার পরতে পরতে
এক-একটি ভাঁজ খুলে তন্ময় উৎসাহে

নিমজ্জিত হতে চাবে একান্ত উৎসুক
প্রাণস্রোতে লুপ্ত শতাব্দীর।

অকস্মাৎ চোখ তুলে চায় যদি তবু,
শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূর গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে ?
সরোবরে ঘট নিয়ে চলেছে যে জনপদবধূ
আকাশ মুখর করে' উড়ে যায় যে কটা শালিখ,
সে-মুহূর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা—
সমস্ত অতীত তার ভগ্নাংশেরও দিতে পারে দাম ?

# ঘুম-পাহাড় জুড়নদ্বীপ

কোথায় যাবে?  ঘুম-পাহাড়?
জুড়ন-দ্বীপ?
তুহিন-শিখর তুষার-কণা মেখে ঘুমায়!
ভাবছ, আছে নীল সাগরের নন্দিনী
ঢেউগুলি যার সামনে ফণা
আপনি নামায়!

ঘুম-পাহাড়ে একটি চুড়ো খুঁজতে চাও?
মেঘেরা যার দেখায় না মুখ
ঢেকেই রয়!
স্মৃতির যত কালিমা সব মুছিয়ে দিয়ে
কুয়াশা নয়,
শুভ্র বুঝি বাতাসই বয়!

ঘুম-পাহাড়ে কী পেতে চাও,
বিস্মরণ?
পৌঁছবে না, ভাবছ ধুলো-ধোঁয়ার লেশ!
শুধু নিথর নীলের ধ্যানে নিমগ্ন
ঢুলবে দুটি মুগ্ধ আঁখি
নির্নিমেষ!

কিংবা বুঝি চূর্ণ সোনা
বালির গায়
এলিয়ে হৃদয় ঢেউয়ের ধ্বনি শুনতে চাও ?
—সাগর-পাখি যেমন ডানা ছড়িয়ে ভাসে,
ফেনার ছিটের সঙ্গে মেলায়
শূন্যতাও !

কোথায় পাবে ঘুম-পাহাড়,
জুড়ন-দ্বীপ ?
ক্লান্ত মনে মরীচিকার কারসাজি !
সে-ই তালি দেয় ছেঁড়া কাঁথার কল্পনায়
কাঁথার মায়া ছাড়তে যেজন
নয় রাজী !

আছেই তবু আছে কোথাও ঘুম-পাহাড়।
জুড়ন-দ্বীপও নয়'ক অলীক স্বপ্নসার।
এই শহরের রাস্তা সারাও,
বাড়াও ত।
পায়ে পায়ে-ই জুড়ন-দ্বীপ আর ঘুম-পাহাড় !

# ইশারা

যেখানে তোমার ছায়া
খরস্রোত জলে কাঁপতে গিয়ে
হার মেনে আচমকা
ডাক ছেড়ে উড়ে যায়
তীরবেগে ফুলঝুরি পাখির মতন,
নিঃশব্দ জঙ্গল এসে পা টিপে পা টিপে
পেছনে ওত পেতে থাকে
একবার পিছলে পড় যদি,
সেখানে অতল থেকে
ঝকঝকে জলের বিদ্যুৎ
মাঝে মাঝে দেয় যদি রুপোলী ঝিলিক
জেনো সে ত মাছ নয়,
যে সব কল্পনা
কলমের ফাঁদে ধরতে গিয়ে
ফস্কে গেছে কৌতুকে পালিয়ে,
তারাই ইশারা করে কটাক্ষে বিলোল,
নেমে এসো
গাঢ় স্রোতে নেমেই দেখ না !

# অঙ্ক

একটি কঠিন অঙ্ক
চিরকাল শ্লেটে লেখা আছে,
তবু তা পড়ে না চোখে,
এত বড় প্রকাণ্ড সে শ্লেট !
আকাশটা বড় হয়ে
ছড়াতে ছড়াতে
কিছুতেই তাকে আর ছাড়াতে পারে না।

সে অঙ্ক না কষো যদি,
ক্ষতি নেই।

মাটি, জল, গাছ শুধু চেনো,
বেদনার মূল্য দিয়ে
কিছু আশা
এ সংসারে কেনো।

তাই নিয়ে নাড়ো চাড়ো।
সেই শ্লেট ছোট হয়ে
জানালার ফাঁকটুকু হবে হয়ত বা।
শূন্যই উত্তর হয়ে
অঙ্ক হবে দিগন্তের শোভা !

# অনাবিষ্কৃত

এমনি দূরেই থাক্
বৃষ্টি হোক অন্য দিগন্তের।
আমি শুধু বাতাসের
স্পর্শে পাই আর্দ্র কোমলতা।

নাই হল আবিষ্কার।
কোন এক গুপ্ত পাণ্ডুলিপি
লুকিয়ে রাখুক তার
অপরূপ মধুক্ষরা শ্লোক,
আধ-অপঠিত।

পৃথিবী'ত দুরাশার চেয়ে ঢের বড়
তবু ও নির্মম নয় বুঝি।
বলাকার বিচ্ছিন্ন পাখিও
আকাশের কান্না হয়ে গলে'
তাই কোন তীরে ঝরে পড়ে।

হয়ত তাকেই খুঁজে
এ জীবনে হারাতে হারাতে
অন্য কোন দ্বীপে গেছি ঠেকে!

হরিণ চিতা চিল

ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়
ভাঙা ডানা নিয়ে তবু
সব সীমা অনায়াসে সয়।

গল্প জানি লেখা ছিল ঠিক।
নিয়তি নড়েছে এক চুল,
প্রাণের প্রচ্ছদপটে
তাই শুধু এ ছাপার ভুল

# কাগজের নৌকো

কাগজের নৌকো যদি না-ই পায় পণ্যের বন্দর,
ঠেকতেও পারে কেশবতী কন্যার স্নানের ঘাটে।
কেশবতী সেখানে কি এখনো চুলের রাশ নিয়ে
কাঁচস্বচ্ছ জলে শুধু দেখে বসে আপনার ছায়া !

কেশবতী কেউ নেই, নেই কোন কাকচক্ষু নদী,
জলে যার সারাক্ষণ শুধু এক স্থির ছায়া কাঁপে।
কবে পাহাড়ের ঢল সব নদী করে' গেছে ঘোলা,
মেঘের মতন চুল কবে সাদা শণ হয়ে গেছে !

তবু কাগজের নৌকো আজও ভাসে নালায় ডোবায়,
নর্দমাতে ডুবি হয়ে ঝাঁঝরিতে বাড়ায় জঞ্জাল।
শুধু তার দুঃসাহস কিছুতেই মানবে না'ক হার।
সে জানে এ বর্তমানই দুঃস্বপ্নের মিথ্যা রূপকথা।

# কালিদাস

এ নয় সে উজ্জয়িনী,
শিপ্রার সলিলে যার সৌধচূড়া-ছায়া
একদিন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিত
লোলাপাঙ্গ-আঁখি পৌরাঙ্গনা
মালবিকা মঞ্জুলিকা চিত্রলেখাদের
কঙ্কণ-নিক্কণ-ছন্দে জলকেলিভরে
সুখাবেশে হয়েছে কম্পিত ;
নগরীর স্বপ্নসম পারাবতগুলি
যার নীলাকাশ নিত্য করেছে স্পন্দিত,
দূরে দূরান্তরে
মহাকাল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি যার
অভয় মধুর বার্তা নিয়ে গেছে বয়ে।

ইতিহাসে আমাদের আরেক প্রহর
মেলেছে আরেক পট।
ঊর্ধ্বশ্বাস এ নগর
সুবিস্তৃত রাজপথে, সঙ্কীর্ণ গলিতে
কি যে খোঁজে বুঝি না'ক সব।
শুধু ভয় হয়,
অতিকায় উদ্যোগের ঘর্ঘরিত রথচক্রতলে
হৃদয়ের মূল্যটুকু হেলায় বা যাই বঝি দলে।

তাইত তোমারে স্মরি,
মহাকবি, সময়ের স্বভাব সম্রাট !
কালের সীমার ঊর্ধ্বে চিরমুক্ত হৃদয় তোমার
আমাদের বিব্রত এ বিশীর্ণ জীবনে
সঞ্চারিত করে যাক চিরন্তন সুষমা সৌরভ।
ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ আমাদের দিশাহীন মন
খদ্যোতের মত জ্বলে
থেকে থেকে ক্ষীণ নিরুত্তাপ,
প্রত্যহের প্রয়োজনে সঙ্কীর্ণ সীমিত।
সহসা সাক্ষাৎ যেই পাই
কালাতীত তোমার সত্তার,
সীমার শাসন ভেঙে খুলে যায় আশ্চর্য দুয়ার হৃদয়ের
রূপৈশ্বর্যশোভাময়ী এ ধরার গূঢ় অর্থ
খুঁজে পাই ফের।

ইতিহাস-মুগ্ধ-করা উজ্জয়িনী রূপসী নগরী !
জানিনাক কোথা কোন কুটীর-অঙ্গনে তার বসে'
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
দেখেছিলে নীলোৎপলপত্রকান্তি
প্রথম সে প্রাবৃটের মেঘ।

দৌত্য দিয়ে তারে
কোথায় পাঠায়েছিলে
কল্পনার কোন অলকায় !

কিংবা মনে হয়,
যক্ষের বিরহ বুঝি শুধু তব ছল।
মেঘমুগ্ধ আপনি বিহ্বল
শিখরিদশনা কোন তন্বী শ্যামা বরাঙ্গনা লাগি
বাষ্পাকুল হৃদয়ের সব ব্যাকুলতা
মন্দাক্রান্তা ছন্দে গেঁথে দিয়েছ ভাসায়ে
নভোচর মেঘের ভেলায়।

সে আশ্চর্য মেঘদূত
পার হয়ে কালের আকাশ
উড়ে চলে যুগে যুগান্তরে
অনাগত দিন রাত্রি মাধুর্যের ধারা স্নিগ্ধ করে'।

বিলুপ্ত সে উজ্জয়িনী,
কালকুক্ষিগত,
—বলে ওরা।
জীবনের চলমান স্রোত
কোথায় পশ্চাতে তারে ফেলে এল চলে।

ধ্বংসস্তূপ সেদিনের
স্মৃতির কঙ্কাল নিয়ে পড়ে থাকে, থাক।
অন্য এক উজ্জয়িনী
রেখে গেছ গড়ে'
শাশ্বত কালের চিত্তে,

আনন্দ-স্পন্দিত আত্মা দ্বীপময় মহাভারতের
যার মাঝে মাধুর্যে বিম্বিত।

তোমার সে উজ্জয়িনী, অক্ষয় অম্লান
ছন্দিত অমরাবতী।
যুগে যুগে চলে যাত্রিদল
সে মহাতীর্থের পানে,
যাবে চিরদিন, সৌন্দর্যপিপাসী যারা।

ভারতের প্রাণ-উৎস হ'তে উৎসারিত
সুন্দরের পরম প্রকাশ,
শুধু ভারতের নয়,
সর্বকালে সকলের
মহাকবি তুমি কালিদাস।

## পর্দা

হাওয়ায় পর্দা দুলবে
কেবলই দুলবে !
দেখা যাবে, কিছু যাবে না।
জানা-অজানায় মনে যত ঢেউ
তুলবে,
অর্থ সবার পাবে না।

চকিতে দেখিয়ে আধখানা মুখ
রহস্যে ফের ঢাকবে।
শুধু বিদ্যুৎ-কটাক্ষে কোথা ডাকবে
না গিয়ে শান্তি পাবে না।
যতই এগিয়ে যাও না সামনে,
সংশয় তবু যাবে না।

যদি দিশাহারা পান্থ,
হয়ে থাকো উদ্‌ভ্রান্ত,
জেনো এ মধুর বিভ্রমটুকু
দিয়েই বানানো প্রাণ ত !

# হিসাব

তাদেরও দেখেছি
হাত পা এলিয়ে পোলের কানায় শোয়া,
রাতের ক্বচিৎ ছুটে চলে যাওয়া
গাড়ির চাকার ধ্বনি
বৃথাই যাদের মড়ার মতন বেহুঁশ ঘুম কাঁপায়।

নীচে কালো নদী সুদূর পাড়ের
সোনালী আলোয় কষা
দাগগুলো ভাঙে ছলছল স্রোতে
আছড়ে পাথুরে থামে।
ওপরে সাহসী দু-একটি তারা
উঁকি দেয় নগরের
রুগ্ন ধোঁয়াটে ঘন নিশ্বাস
ক্লান্ত হাওয়ায় নেড়ে।

কী রূপক মন টানতেও পারে
তেশূন্যে এই অঘোর নিদ্রা থেকে,
কী গভীর কথা আদি ও অন্ত-ছোঁয়া!
তবু কেন শুধু গোপন ক্ষতের
না-বোঝা জ্বালায় জ্বলি?

কার কাছে চাই কড়া ও ক্রান্তি
হিসাব ক্ষমাবিহীন,
— জীবন, না কি সে শুধুই নগরপাল ?

# দ্বিজ

কিংখাবে জরির কাজ
মিহি বুটি রেশমী মসৃণ,
সূক্ষ্ম আঙুলের স্পর্শে অনুভব করে' জানি বটে,
পাব না প্রাণের জাদু,
তবু নই জীবন-বিমুখ
যখন রাত্রের বাতি নক্ষত্র-সভাকে দূরে ঠেলে,
জ্বলে স্থির
বিনিদ্র আমার যন্ত্রণায়,
জড়ে ফের নবজন্ম নিতে।

শুধুই কি প্রাণ আমি,
অন্ধ স্রোত জননে হননে ?

দ্বিজ হব তপস্যায়
এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার।

তোমাকেও তাই শুধু খুঁজি না'ক নগ্ন বাসনায়।
সুনিপুণ দৃঢ় হাতে তীক্ষ্ণ পল তুলি
সুকঠিন কামনার গায়।
হৃদয়ের তন্তু বুনি
সূর্যাস্ত-পরাস্ত-করা রঙে।

পুষ্প নয়, পূতিরে ফেরাই
স্বপ্নাতীত সুরভিতে।

লুব্ধ আমি তোমার শরীরে,
মনও চাই।
তবুও অতৃপ্ত থাকি,
যতক্ষণ এ উন্মত্ত মোহ
মথিত জারকে জীর্ণ না হয় মদিরা গাঢ়রতি।

এই রচনায়
তারপর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে
দ্বিজ হই তপোবলে
অন্তহীন রহস্য-সত্তায়।

# সেইখানেই

সমুদ্র থেকে জলা জঙ্গল
ঘাস আর চাষ
সবই আছে রক্তে।
মাটি পোড়ানো থেকে বাজি ছোড়ায় পৌঁছে
বুকটা যখন দশ হাত,
এই যে চড়ায় পড়লাম আছড়ে,—
কোন্‌টা ঊর্ধ্ব কোন্‌টা অধঃ
হঠাৎ গেল গুলিয়ে।

নিজের সঙ্গে কি আমার কড়ার ?
মনে করতে পারি না।
কী যেন ছিল ঠিকানা
জরুরী চিঠি পৌঁছে দেবার,
বারুদমাখা হাতে কখন গেছে মুছে।

খুঁজব তবু খুঁজব।
নিভৃতির সায়রে
শুধু নিজের মনের ছায়ায় নয়

অগুন্‌তি পায়ে মাড়ানো
ধু-ধু পথ
ধাঁধায় যেখানে জড়ানো
সেইখানেও,—
সেইখানেই।

# তেরো নদী

আজও তারা বয়,
সেই তেরো নদী
অজানা তেপান্তরে।
রাখাল বটের ছায়ায় ঘুমায়
শ্যামলী ধবলী চরে।

মেঘেরাও বুঝি আকাশের ধেনু
দিগন্তে থাকে আঁকা,
নড়ে না হাওয়ায়।
সেখানে যা কিছু
অজর আরকে রাখা।

ভুল, সব ভুল !
সে নদীতে কবে
শুকিয়ে পড়েছে চড়া।
বালিতে হারানো ধারা তার আর
বয় না কলস্বরা।
ঘুম ভেঙে উঠে রাখাল-ছেলেরা
এই নগরেই হাঁটে।
সূর্য তাদের দূর দিগন্ত
রাঙিয়ে বসে না পাটে।

## হরিণ চিতা চিল

তাদের সকাল
দেয়ালে আড়াল
কখন আসে যে যায়,
টের পেতে পেতে
ঘোলাটে বাতির ধোঁয়াটে রাত ঘনায়।

তবু তেরো নদী
চাই না খুঁজতে
কোথাও তেপান্তরে।
শুধু থাক্ তার মায়ার কাজল
নয়নে ও অন্তরে।

পায়ে পায়ে এই জড়ানো শহর
ভয়ে ভয়ে চোখ-তোলা,
খুঁজে পেতে পারে হয়ত দুয়ার
আরেক আকাশে খোলা।

## চিত্ত-সহচর

মাঝে মাঝে পাখি নামে
বুঝি বা আকাশে পথ ভুলে,
যেখানে শুকনো নদী
হারানো জলের ক্ষতে আঁকা।
সেখানে কী যেন খোঁজে
সকাতরে এদিক ওদিক,
তারপর কার ডাকে
উড়ে যায়, ফিরে চায় না'ক।

ক্ষীণ পদচিহ্ন বুঝি
বালুচরে জাগে কিছুক্ষণ,
যতক্ষণ হাওয়া এসে
উদাসীন বালিতে না ঢাকে।

উদয়াস্ত শুধু এক
ধূসরতা নিত্য ধ্যান করে'
সে পাখি এসেছে কি না
হৃদয় যখন ভুলে যায়,

তখন হঠাৎ বুঝি
　　　　কোনদিন দেখে চমকাই,
একটি নিঃসঙ্গ ফুল
　　　　শূন্যতার শোনে নি নিষেধ।

পাখিরা যাক না উড়ে
　　　　আদিগন্ত হোক না ধূসর,
একটি সাহসী ফুল
　　　　থাক্ শুধু চিত্ত-সহচব।

# নিরর্থক

দরজা জানলা ভেজাও যত না
আকাশই তোমায় খুঁজবে!
পাল্লা, সার্সি, ফাটলে, ফুটোয়,
কত কাঁথা কানি গুঁজবে!
উঁকি দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
একদিন ঠিক শিরায় শোণিতে
ছটফটে ছোঁয়া বুঝবে!

যেখানেই কেন রওনা হও না,
ঘরেই নিজের ফিরবে!
তেপান্তরেও হারাতে চাইলে
সেই দেয়ালেই ঘিরবে!
ছাদে ঢাকা দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
হেঁসেলে, গোয়ালে, আসরে, বাসরে,
মামুলী ছক কে ছিঁড়বে?

নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু
নিজেরই সীমায় দুলবে,

যেখানেই কেন উধাও হও না,
প্রাণ তার বেড়া তুলবে !
বেড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কি করে খুলবে ?

যে-ঘাটেই কেন নোঙর ফেল না,
সাগর তবুও ডাকবে !
তরী ছেড়ে যদি তরু হও তবু
ঝোড়ো হাওয়া ডালে লাগবে !
নাড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ফসলের জল ঢালে যে, সে-মেঘই
মোহ-মুদ্গর হাঁকবে !

# অধ্যাহার

ছড়িয়ে পাশার দান,
দ্যূতক্রীড়া রাজ্য আর নির্বাসন সব
হলে আস্বাদিত,
সেই এক বিমূঢ় জলায়
পঞ্চপাণ্ডবের মত
সবাই দাঁড়াই একদিন।

প্রস্থান-সায়াহ্নে নয়।
নির্দিষ্ট অজ্ঞাতবাস তখনো সুদূর,
কুরুক্ষেত্র অনিশ্চিত।
এ জলায় তারও আগে
পৌঁছোতেই হয়।

আমরা পাণ্ডব নই।
জীবনের ব্যাস আজ প্রসারিত ভিন্ন বৃত্ত ছুঁয়ে।

আমরা নগর গড়ি শঙ্কিত সান্নিধ্যে।
রাজপথ দিয়ে তার সাবধানী ভীরুতাকে কেটে
মেটাই দিগন্ত-তৃষ্ণা।
হাটের নিনাদ-ক্ষুব্ধ
হৃদয়ের মর্মর-প্রার্থনা
তুলি শূন্যে স্তব্ধতার সবিস্ময় ধ্যানে।

ক্ষুধা ও স্বপ্নের বীজ বুনি ক্লান্তিহীন
জীবনের কর্ষিত বিস্তারে।

তবু এই স্থাবর বিন্যাস
ছাড়িয়েও আরেক তোরণ
খোলে একদিন।
দেখা দেয় সেই জলা দিক্‌চিহ্নহীন।

স্নেহ প্রেম ক্ষুধা আর স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার
যে সব রঙিন সূত্রে জীবনকে গেঁথে
ধরে রাখি স্বধর্মগোচর,
এ জলার কটূ আর্দ্রশ্বাসে
সব ছিঁড়ে যায়।
অন্তহীন গাঢ় কুয়াশায়
সে কোন্‌ অদ্বয় ধর্ম
মেলে রাখে ধূমায়িত প্রশ্ন শুধু তুই,
—অস্ফুট এ চেতনায় অস্থির সময়
.. কতটুকু, কেনই বা ছুঁই ?

নবজন্ম নিয়েও যে অধ্যাহার করে নি পাণ্ডব,
তারই দায় নিয়ে চলে
অর্ধমুক্ত আমাদের এ সত্তা জান্তব।

## লক্ষ্মণ

হৃদয় রঙিন মেঘ
আবেগের বাষ্প দিয়ে গড়া,
জানে না স্থিতি কী রূপ।
জীবনের অস্থির ব্যজনে
বেগে কিম্বা কখনো মন্থর
ইতস্তত বিতাড়িত নিরাকার শুধু আন্দোলন !

শপথের তীব্র তাপে সে হৃদয়
করে শুষ্ক শিলা,
অবিচল ধর্মে তার সব বেগ করেছ দমন।
দুর্বলতা প্রাণ যার
সে-চিত্তের স্থপতি লক্ষ্মণ।

মানুষ কত কী চায় !
—স্নেহ, প্রেম, সৌভাগ্য, প্রতাপ।
ব্যথায় কাতর হয়, আনন্দে অধীর,
মেনে নেয় হার জিত, প্রমাদে ও পরীক্ষায়
আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম সংগ্রামে,
কখনো অনন্ত হতাশায়
স্বেচ্ছায় নেভায় দীপ আত্মঘাতী তিমির-বিলাসে।

তুমি বুঝি সর্বাতীত।
পরেছ অভেদ্য বর্ম,
জীবনের সব স্পর্শ তীক্ষ্ণ কি কোমল
যাতে ঠেকে ব্যর্থ হয়ে যায়।

তবু ভাবি কোনদিন দীর্ঘ বনবাসে
অরণ্য-কাঁপানো কোনো হাওয়া
অকস্মাৎ তোলে নি কি বুকে
বিচ্ছেদ-কাতরা কারো অর্ধস্ফুট সম্ভাষ-মর্মর !
হৃদয় কি একবারও হয় নি উতলা,
ভোরের শিশির তার অশ্রুকণা বলে ভুল করে ?

অলীক কল্পনা জানি।
জীবন-তরঙ্গে এক বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প-শিখর
ব্যঙ্গ করে চিরদিন
আমাদের হৃদয়কে কোমল ভঙ্গুর।
বিস্ময়-প্রশস্তি সব পেয়েও সে তাই
দুর্নিরীক্ষ্য শূন্যতায় দূর।

# সীমান্ত

সকাল না হতে ঘরটার পাশে
পাখিদের মেলা বসে,
অজানা ঝাঁকড়া লতাটি যেখানে
বারান্দা ছেয়ে আছে।

আধ-তন্দ্রার আঁধারে সে যেন
শব্দের ঝিকিমিকি,
যেন রাত্রের জোনাকির ঝাঁক
মুখর মূর্ছনাতে।

তাই শুনি আর ঘুমের সীমায়
যবনিকা ওঠে কেঁপে,
আঁধারে আলোয় স্বপ্নে সত্যে
গুলিয়ে তুলিয়ে যায়।

জাগাও হয় না, সুপ্তির ঢেউ
সফেন কেবলই ফেরে,
ঘুমনোও নয়, বিলুপ্তি থেকে
ওঠে যেন বুদ্বুদ।

এ আচ্ছন্ন গোধূলি-চেতনা
অলীক বিলাস বুঝি।

গাঢ় রাত নয় গহন মৌন,
নয় খর দিবালোক।

শুধু হৃদয়ের সীমাহীন তটে
নিরাকার কুহেলিকা
হতে চেয়ে কিছু-না-হওয়ার থাকে
নেশায় মগ্ন হয়ে।

তবু যেন এই চিৎ-সীমান্তে
লুপ্ত কি এক নদী
মৃদু মর্মরে তোলে মাঝে মাঝে
অস্ফুট আলোড়ন।

হয়েছে, যা হবে, পারেনিক' হতে
সব মিলে একাকার :
অতল অর্থ-সঙ্কেত নিয়ে
আসা-যাওয়া-থাকা ভাসে।

## বন্দিনী

হে উতলা নদী
নাইবা সাগর পেলে।
সাধ করে বেঁধে আপনারে থাকো
এখানেই হেসে খেলে।

এখানেই এই ঘাটে-আঘাটায়
উৎসুক আশা পার করো নায়।
উচ্ছল হোয়ো শুধু দু'বেলায়
চপল খুশির ঘায়।

অতৃপ্ত নদী,
জানি যে মেটে নি ক্ষুধা।
যে বন্যা-বেগ সিন্ধুরে খোঁজে
সে আজ স্নেহে বহুধা।

তবু যদি পার এই সীমানায়
ভরে রেখো বুক কানায় কানায়
সূর্যের শাপ যেন হার মানে
শীতল ভর্ৎসনায়।

সবুজে ও পীতে একটু রঙিন
তুলির লিখনে কেটে যাক দিন,

সাগরের ডাক ক্ষীণ হয়ে হোক
স্নিগ্ধ মাটিতে লীন।

হে মুখরা নদী
মৌন হতেও শেখো।
কোন এক গাঢ় গভীর ধ্যানের
নীল ছায়া ধরে রেখো।

# হরিণ চিতা চিল

পালাতে পালাতে কতদূর ?

ওদিকেও সেই পিচের রাস্তা অজগর-গ্রাসে খুঁজছে !
বনের সবুজ গাঢ় মগ্নতা
লাঙলে কুড়ুলে ভ্রষ্টা।

হরিণ, আমার হরিণ,
তোমার জন্যে জাদুঘর দেব বানিয়ে।
সেখানে তোমার অবোধ চাউনি বরফে থাকবে জমানো !

চিতা, ও তীব্র চিতা !
আঁধারে দু'চোখ কার লালসায় জ্বালবে ?
যে-হিংসা যায় দুঃসহ তাপে
ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে,
তার উল্লাস লাল বিদ্যুতে
মৃত্যুকে মানে দেবে না
আর ত দেবে না।

ও চিতা, তোমায় পুষব,
ঠাণ্ডা গরম কমানো বাড়ানো
যেখানে স্বেচ্ছাধীন।

শুধু তুমি চিল
একলা আকাশে ঘুরবে,
দেখবে বাধ্য নদীরা বইছে
সচ্ছলতার পণ্য।
জরিপ চলেছে মানচিত্রের ফাঁকগুলো সব ভরতে।
আকাশের মেঘ হুকুম-মাফিক গরজায়।

তবুও কখনো নামতেই হবে তোমাকেও।
নীড় কি তখন খুঁজে পাবে আর
কোনো দুর্গম শিখরে ?
ছোঁ মেরে যা নেবে
তাও বুঝি শুধু স্বস্তির উচ্ছিষ্ট।

শূন্যের চোখ নিষ্পলক
ও চিল, চিল !
প্রত্ন-পলির সাত-পুরু ভাঁজ ফুঁড়ে
শুধু জীবাশ্ম পাও কি !

অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব বোজানো ?

## শঙ্কাশুদ্ধি

শুধু ছায়া ছম্ ছম্
হাওয়া ফিস্ ফিস্।
সহস্রাক্ষ অমারাত্রি নিঃশব্দে কখন
সন্তর্পণে লঘুপায়ে চিতার মতন
বিছানার প্রান্তে এসে নিয়ে যাবে ঘ্রাণ,
প্রাণের অতলে সেই গূঢ় গুহাশ্রিত গাঢ় জলে
আতঙ্কের ঢেউ তুলে উল্লাস প্রমাণ।

সারাদিন চোখ মেলে যত কিছু দেখি
সে শুধু আলোর দেখা।
বিপরীত আরেক বীক্ষণ
তিমির মন্থন করে' এ সত্তার লুপ্ত ভাষ্য চায়।
তাই একা স্পন্দিত হৃদয়ে
শ্বাপদ-রাত্রির ক্ষীণ
স্বপ্নলঘু পদধ্বনি গুনি রুদ্ধশ্বাস।

জীবনের ভিত্তিমূলে আদিম যে ভয়,
ধাপে ধাপে যন্ত্রণার
বিরঞ্জন, পরম পাতনে
হবে শেষে নির্মল বিস্ময়।

# ভস্মলোচন

কোন্ মুলুকে চরে জানো
ভস্মলোচন হায়না ?
মড়া চিবোয়, আধমরাদের ;
জ্যান্ত ভয়ে খায় না।

জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাত নাই
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।

ও মড়া তুই জাগবি নে ?
থাকবি পড়ে ডাস্টবিনে !
নিজের খুলি খুলে ধরে
পরম কারণ চাখবি নে ?

ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্যায়না।
লক্‌লকে জিভ বুলিয়ে বেড়ায়,
যেথায় তাকায় সবই পোড়ায়
নিজের মুখে চায় না।

ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন্ দেখি সেই আয়না।
নিজের চোখেই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।

শব-জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন্ কাপালিক ভৈরবী ?
অরণ্যে সার করুণ রোদন,
ছড়া কেটেই যায় কবি।

## ফোঁড়া

একটি দানাও নেই হাঁড়িতে
উনুন তবু জ্বলবে।
কাঁকর পাথর যাই না চাপাও
সে আগুনে গলবে।

বৃষ্টি বানে যতই ভাসাও,
একটি আছে ফুলকি,
—ভিজে ছাইয়ের গাদায় গোঁজা
বোবা মাটির হুল কি ?

সেই হুলে শেষ বিঁধে আকাশ
রাঙা হয়ে পাকবে।
অন্ধকারের মলম দিয়ে
কত সে ঘা ঢাকবে !

রক্তমুখো উঠবে রবি
ঢালবে আগুন ঢালবে।
পোড়া চেলাকাঠের চোঁচ্ই
বিষফোঁড়াটা গালবে।

## চীনা তর্জমা

### দুঃখী নগর

দুঃখী নগর কি চাও, শুধাই যদি,
বলবে হয়ত, একটি ছোট্ট নদী,
—তপ্ত হৃদয় যে চোখের জলে ধোবে,
রাতের তারারা যাতে এসে কাছে শোবে,
যার গায়ে কেঁপে কঠিন অচল ছায়া
অসম্ভবের হবে ক্ষণিকের জায়া।
দুঃখী নগর ভুলে গেছে কবে তার
নদী ছিল এক। আজ সে সখী নালার।

দুঃখী নগর, যদি বলি কিছু চাও,
বলবে হয়ত, দু-একটি মেঘ দাও,
—মলিন আকাশ যে মেঘ আধেক ঢেকে
এ রূঢ় রৌদ্র করুণায় দেবে মেখে,
ভীরু যত সাধ চিলের ডানায় উড়ে
যে মেঘের স্নেহ মাখবে ক্ষণিক ঘুরে।
দুঃখী নগর ভুলে গেছে কবে তার
মেঘ সব নেমে পথে পাঁকে একাকার।

## ভেলকি

এক ফোঁটা জল দাও যদি এই
                    ধুলোও দেখাবে ভেলকি,
        কোথা থেকে ঠিক প্রাণের সবুজ আনবে।
একটু সদয় হলে সে, হৃদয়
                    হবে নাক' উদ্বেল কি ?
        অসম্ভবের সীমানা তখন মানবে !

অনাবৃষ্টির আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে
চোখ জ্বলে গেল। মেঘ না আসুক জাঁকিয়ে,
দুটো ছিটেফোঁটা ঝরাবার মত করুণা
চায় শৈবাল। সে কিছু বিশাল তরু না।

সাগর থাকুক লোনা তরঙ্গে
                    পৃথিবীর বুক দুলিয়ে,
        আকাশ থাকুক চন্দ্র সূর্য ঘোরাতে।
সজল নয়ন দুটি যদি থাকে
                    তারি জাদু-ছোঁয়া বুলিয়ে
        পারি এই ধুলো সবুজ স্বপ্নে ভরাতে।

## খুঁত

ঘরটা একটু অগোছাল থাক
উঠোনে একটু ধুলো।
পাকা দেওয়ালের কঠোর জ্যামিতি ভাঙতে
বন্য লতাটা তুলো।

অন্তরে কিছু সংশয় থাক
ভাষায় একটু দ্বিধা,
কিছু ভুল কিছু কাটাকাটি নিয়ে
জীবনের মুসাবিদা।

নিরেট সত্য নিখুঁত মাধুরী
ছাপানো-ই পাবে কিনতে।
শুধু নির্যাস চায় না হৃদয়
পুষ্পতরুর বৃন্তে।

কিছুটা ভেজাল কিছু খাদ দিয়ে
সব মধুরের খেলা।
মর্ত্যের মাটি ময়লা বলেই
এখানে প্রাণের মেলা।

## মেলাবে

সূর্যাস্তেও চাপাবে উপরি রঙ!
শিশুর মুখের সরলতা এঁকে বাড়াবে?
পাগড়ির পাক মাথায় মিথ্যে জড়িয়ে
প্রাণের জ্বালা কি সারাবে!

আর না হৃদয়, আর না।
সদর রাস্তা ছাড়ো।
এখনো একটা মাঠ
খুঁজলে পেতেও পারো।

সেখানে কিছুই হয় না, কিছুই হয় না।
মেঘ করে, আর হাওয়া দেয়, ঝরে বৃষ্টি।
ঘাসের ডগায় পতঙ্গ এসে বসে ;
উড়ে চলে গেলে কাঁপে কিছুখন শিষটি।

কে জানে, হয়ত কে জানে
সেখানে মেলাবে ছন্দ,
তীর আর স্রোতে, থামায় চলায়,
মেরু ও মরুর দ্বন্দ্ব।